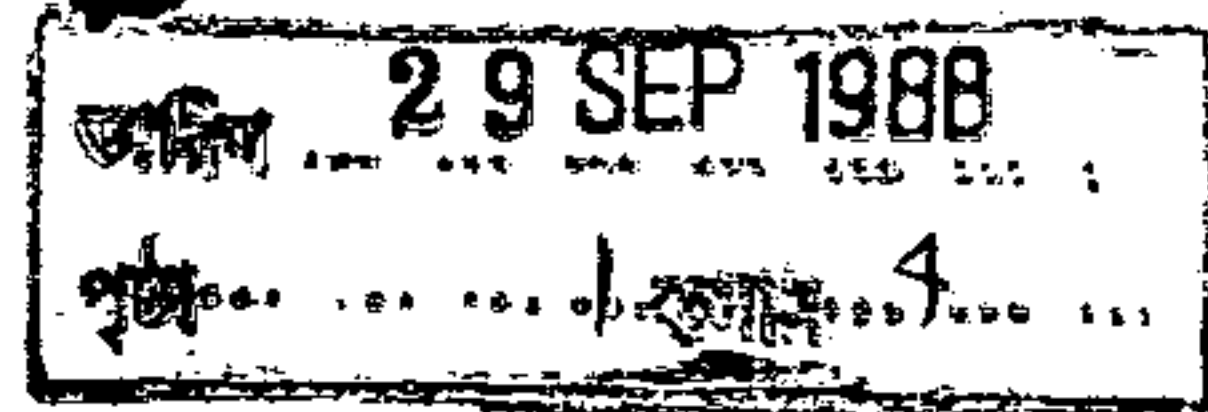




যে স্কুল ১ দিন
আগেই খুলিয়াছে

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

রাজধানীর শহরতলীতে স্কুল
খুলিয়াছে। শিক্ষার্থীদের জাতীয়
সঙ্গীতের সন্মবেশ, ক্লাসকক্ষে পঠন-
পাঠন, মাঠে ও স্কলবারান্দায় তাহা-
দের ভিড়—গর্বোপরি মহাসড়কের
পাশ ঘেঁষিয়া তাহাদের গৃহে-স্কুলে
(২য় পঃ জঃ)

৯ দিন আগে খুলিয়াছে

(১ম পৃঃ পর)

আসা যাওয়া বন্যার বিপর্যয়ের
চিহ্নকে দূরে ঠেলিয়া পরিবেশকে
আবার প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।
এ স্থলেও দুর্গতদের ত্রাণশিবির
ছিল। হেড মাষ্টারের টেবিলের
দোয়াতকালিও বন্যার পানিতে
ভুবিয়া গিয়াছিল। মাঠে ছিল অশৈ
পানি। দুর্গতরা বিদায় নিবার
দিনেই ২১শে সেপ্টেম্বর স্থলটি
খুলিয়াছে। বরু-সাদা-বর্ণের পোশাক
পরিহিত ছেলে ও মেয়েরা স্থলকেই
কেবল স্বাভাবিক করিয়া তোলে
নাই, সমগ্র আমিন্‌বাজার এলাকাকে
প্রাণবন্ত করিয়াছে।

আমিনবাজার ত্রিতল আধুনিক
মীরপুর মফিদ-ই-আম উচ্চ-ও
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের
হাজিরা গতকাল (বুধবার) পর্যন্ত
গতকরা ৯০ ভাগে পৌঁছিয়াছে।
২১শে সেপ্টেম্বর ৫০ ভাগ হাজিরায়
৫ ঘন্টা ক্লাস করিয়া ক্লাস শুরু
হইয়াছিল। শিক্ষার্থীদের ওজর-
আপত্তি ছিল, কিন্তু প্রধান শিক্ষক
বলিয়াছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক
হয় না, পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক
করিয়া তলিতে হয়।

প্রধান শিক্ষক শাহ মুহম্মদ আবদুল মালেক জানান, পরীক্ষা চলাকালে ২৯শে আগষ্ট এলাকা বন্যার ভাসিয়া যায়, দুর্গতরা স্কুলে আসিতে শুরু করে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৫শে আগষ্ট, উচ্চ বিদ্যালয় ৩১শে আগষ্ট দুর্গত-শিবিরে পরিণত হয়। চারিদিকে পানি কমিয়া কাদা শুকাইবার আগেই স্কুল চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফিরিবার মত অবস্থা তৈরী হওয়া মাত্র স্থানীয় জনসাধারণ ও স্কুল কর্তৃপক্ষের আহ্বানে ২১শে

সেপ্টেম্বর দুর্গতরা একদিকে স্কুল ভবন ত্যাগ করেন, অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে হাজির হয়। এজন্য দুর্গতরা থাকিতেই শিক্ষকরা মেঝে, দেওয়াল, বেঞ্চ ধোয়া-মোছার কাজ শেষ করাইয়া রাখিয়াছিলেন।

১৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী ও ৭ শত শিক্ষার্থীর এ হাইস্কুলের টিউশন ফী আদায় পরিস্থিতির কারণে বিলম্বিত হইতে পারে, ইহা ধারণা করিয়া প্রধান শিক্ষক লাজ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টায় সভিভাবক ও স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সভা ডাকিয়াছেন।

[The page contains extremely faint, illegible markings.]